দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... [illegible] 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ভার্সিটি শিক্ষকরা রাজনীতি করে না, যদিও অধ্যাদেশ '৭৩ তাদের অধিকার দিয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার। "শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েই শিক্ষকদের রাজনীতি করা উচিত"—প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলের সমন্বয়ক ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর এই মন্তব্যের জবাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ। তাঁরা বলেছেন, ৭৩'র অধ্যাদেশেই শিক্ষকদের সক্রিয় রাজনীতি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকরা সেই অধিকার প্রয়োগ করে না। শিক্ষকদের সাম্প্রতিক কর্মসূচী পালনের প্রেক্ষিতে করা সমালোচনার জবাবে তাঁরা বলেছেন, শিক্ষকরা তো রাস্তায় নেমে আসেনি। সরকারকে সতর্ক করে দিতে বিবেকের তাড়না থেকে প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেছেন। কিন্তু ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী সাহেবরা তো সরকারের আনুকূল্যে জরুরী অবস্থা ও নিয়মনীতি উপেক্ষা করে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল নামে তিনি যে রাজনৈতিক দল গঠন করছেন এই বক্তব্য তার দলের নামের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেছেন, ৭৩-এর অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সক্রিয় রাজনীতি করা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু আমরা তা করি না। সেজন্য শিক্ষকদের প্রশংসা করা উচিত যে অধিকার থাকার পরও তারা সরাসরি কোন রাজনীতিতে জড়িত হয়নি। কেউ বক্তব্য দিয়ে এই অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। কারও দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।

তিনি বলেন, দলমত নির্বিশেষে সকল শিক্ষকের মতামত নিয়েই শিক্ষক সমিতি তাদের কর্মসূচী পালন করেছে। জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই শিক্ষকরা এই প্রতীকী কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছে। তারা তো রাস্তায় নেমে আসেনি। দেশে যেন আইনের শাসন বলবত থাকে। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যেন হয়রানি করা না হয়। সরকার তাদের পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে যেন আরও সতর্ক হয়। সেই বার্তা

ফেরদৌস কোরেশীর মন্তব্যে শিক্ষক সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া

পৌঁছে দিতেই আমরা কর্মসূচী পালন করেছি। তিনি বলেন, দেশের প্রয়োজন হলে হয়ত আবার আমরা কর্মসূচী প্রণয়ন করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেছেন, এই ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করব না। এই বিষয়ে কথা বলতে আমার রুচিতে বাধে।

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জনকণ্ঠকে বলেছেন, ফেরদৌস আহমদ

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ভার্সিটি শিক্ষকরা

(১২-এর পাতার পর)

কোরেশী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। '৬০-এর দশকে ছাত্র রাজনীতি করেছেন। তার অজানা থাকার কথা নয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমেই শিক্ষক সমিতি তাদের প্রতীকী কর্মসূচী পালন করেছে। এটা একটা প্রতিবাদ মাত্র। শিক্ষকরা বিবেকের দায়বদ্ধতা, নৈতিকতা ও ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করেছে। ফেরদৌস আহমদ কোরেশী শিক্ষকদের উদ্দেশে যে কটাক্ষ ও বিদ্রূপ মন্তব্য করেছেন এর মাধ্যমে তিনি দেশের শিক্ষক সমাজকে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র ও ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি আসলে নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন, যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৭৩-এর অধ্যাদেশের অধীনে সরাসরি রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে যা তার অজানা থাকার কথা নয়। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকরা তাদের কর্মসূচি পালন করেনি। দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করেছে। বরং ফেরদৌস আহমদ কোরেশী সাহেবরাই সরকারের আনুকূল্যে জরুরী অবস্থা ও নিয়মনীতি উপেক্ষা করে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাকস্বাধীনতা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা রুদ্ধ করার সামিল। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল নামে তিনি যে রাজনৈতিক দল গঠন করছেন এই বক্তব্য তার দলের নামের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ৬০-এর দশকের ছাত্রনেতা ফেরদৌস আহমদ কোরেশী ও বর্তমান তত্ত্বাবধায় সরকার আমলের ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী এক ব্যক্তি নন। তাঁর যে রূপান্তর হয়েছে তা তার বর্তমান অবস্থান, চিন্তা-চেতনা ও বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই প্রতিভাত হয়েছে।